বিশ্বাস

আইভী রহমান

'বিশ্বাস' বড় বেশী গভীর অর্থবোধক একটি শব্দ। শব্দটা উচ্চারণ করলেই বুকের ভেতর কেমন একটা অনুভূতি হয়। 'বিশ্বাস' এতবেশী স্থায়ীত্বের ও গভীরতার একটা অনুভব যে তার ছায়া পড়ে যায় সহসাই সর্বাঙ্গে। করো উপর প্রচন্ড বিশ্বাস কখন কিভাবে যে জন্মে যায় - সম্পর্ক যে কখন সবচাইতে বেশী বিশ্বাস যোগ্য হয়ে ওঠে মনুষের মন সব সময় তা বুঝতেও পারেনা। বিশ্বাসের পলিমাটির উর্বরতায় তরতর করে জন্মে ওঠে বিশাল মহিরুহ, বটবৃক্ষ। তার সুশীতল ছায়াতলে সম্পর্কের বসতবাটি আশ্রয় নেয়। পেতে ফ্যালে চমৎকার ঘরবাড়ী - একবুক বিশ্বাস বুকে নিয়ে।

আমাদের আজকের যান্ত্রিক জীবনের সবখানে হতাশা ও নিরাশার কালো কষ্টের মাঝে 'বিশ্বাস' যেন একবুক শুদ্ধ অক্সিজেন। বিশ্বাসের নির্যাস যেন জীবনকে করে দেয় একটু আনমনা, চমকে দিয়ে ভাবতে বসায়। এখনো আশেপাশে আছে সে - তার নাম 'বিশ্বাস'। কে যেন সেই কবে বলেছিল "ভালবাসায় বিশ্বাস হারানো পাপ"। আমাদের আজকের জীবনে ভালবাসাই অনেক ক্ষেত্রে কিংবা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই নেই। যেখানে ভালবাসাই নেই বিশ্বাস থাকবে কোথায়?

আবার আমাদের অনেকেই বিশ্বাসহীন ভালবাসায় দারুন অভ্যস্ত! মিথ্যে মেকী জীবনে আমরা অভিনয় করে করে যখন ক্লান্ত হয়ে যাই, যখন আমাদের জীবনের স্মৃতির সুন্দর সতেজ সবুজ শরীরখানা ম্লান বিবর্ণ হয়ে আসে, আমাদের চারপাশের রোদেলা আকাশ ঝকমকে জীবন, চমৎকার উচ্ছলতা হঠাৎ করে থমকে দাঁড়ায়, চমৎকার স্বর্ণালী বিকেলটা আচমকা খয়েরী বিবর্ণতায় ভরে যায় বুকের ভেতর বাড়ীতে কান্নার রোল ওঠে - ঠিক তখনই আমরা হাতড়ে বেড়াই - খুঁজে খুঁজে - ডেকে ডেকে ক্লান্ত হয়ে যায়। যদি মেলে 'বিশ্বাস' এতটুকু 'বিশ্বাস' - জীবনের বিশ্বাস - ভালবাসার বিশ্বাস - সম্পর্কের বিশ্বাস - বেঁচে থাকার বিশ্বাস।

বিশ্বাসহীনতায় কে থাকতে চায়?! অথচ আজকাল বিশ্বাসহীন জীবনেই অভ্যস্ত আমরা। কোথাও কোথাও এতবেশী যন্ত্রনাদায়ক এই জীবন যে যার জীবন সেই শুধু জানে। কেউ কেউ নিজ হাতে তুলে নেই জীবনের বিশ্বাসহীন সেই জীবনকে। থেমে যায় জীবন থামেনা বিশ্বাসহীনতা। দেশে দেশে সমাজে সমাজে মানুষে মানুষে এর প্রকার বিভিন্ন রকমের, কিন্তু সবখানেই এই বিশ্বাসহীনতার প্রবল পরাক্রম।

একেক মানুষের জীবনে 'বিশ্বাস' একেক ভাবে কাজ করে আবার বিশ্বাসহীনতাও তাই। কারো বিশ্বাস প্রবল কেউ অনড় থাকে চরম বিশ্বাসহীনতার পরও। তার বিশ্বাস করতেও কষ্ট হয়- যে ভেঙ্গে গেছে তার অটুট অনড় সেই বিশ্বাসের ভিত। তার দু'চোখ দিয়ে বয়ে যায় অশ্রুর প্রশ্রবণ, অথচ স্বীকার করতে পারেনা অথবা চায়না অথবা সে নিজেই জানেনা কোথাও অভাব ছিল কোন কিছুর। বিশ্বাসের ভিতে ঘুনপোকার বাসা - সে জানতেও পারেনি কোনদিন। সেতো মত্ত ছিল নিজস্ব প্রবল বিশ্বাসে, অন্ধ বিশ্বাসের অনেকটা শক্তপক্ত বেড়াজালের বন্ধনে। আচমকা বাধভাঙ্গাঁ বন্যার মত যখন ভেসে যায় তার চারিপাশের সমস্ত বন্ধন, ঝরে ঝরে যখন পড়তে থাকে তার বিশ্বাসের ক্ষুদ্র সুন্দর সতেজ ফুলের পাপড়ি গুলো, দাড়াঁতে পারেনা সে আর তখন, ভেঙ্গেঁ গুড়ো গুড়ো হয়ে যায় তার মজবুত ইমারত - তার বিশ্বাস - তার সম্পর্ক - তার ভালবাসা। বোকার মত সে তখন ভাবতে বসে আসলেই কি কোনদিনও বিশ্বাস ছিল তার জীবনে? ভালবাসা ছিল কি ঠিক তার জায়গায়? সম্পর্কটা কিসের ভিত্তিতে তৈরী হয়েছিল? সেকি মোহ? ভালবাসা? ভাললাগা? নাকি আশ্রয়? নাকি অন্য কিছু? সে ভাবতে পারেনা - হারিয়ে যায় বোধশক্তি।

চুপচাপ চেয়ে চেয়ে দ্যাখে নিজের ভেতরের নিজেকে। মাঝে মাঝে চোখাচোখি হয়। অবাক হয়ে দ্যাখে দুজনের চোখেই জল। দুজনেরই ম্লান বিবর্ণ চেহারা। কেমন যেন দমবন্ধ করা কষ্ট। দুজনেরই বুকের ভেতরটা তোলপাড় করে গালের উপর দাগ রেখে যায় কষ্টের তীব্রতা। দমবন্ধ হয়ে আসতে চায় - হয়না। ধুঁকে-ধুঁকে পড়তে-পড়তে আবারো উঠে দাঁড়ায়। আবারো একবুক 'বিশ্বাস' আচমকা সামনে এসে পবিত্র এক নির্ভরতার ডানহাতে আহ্বান জানায় সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার। কারো কারো স্মৃতির শক্তি এত বেশী জোড়ালো, কারো কারো স্মৃতির সুগন্ধ এত বেশী আপন সে আবার উঠে দাঁড়ায়। নিজেকে আবারো বিশ্বাসের সুতোয় বেঁধে ফ্যালে নিমিষেই। ছুঠে যায় সেই খোলা প্রান্তরে, যেখানে তার বাবা তাকে শিখিয়েছিলেন বিশ্বাসের সাথে সখ্যতা গড়তে। সেইখানে আবারো সে পৌছে যায় - আবারও বিশ্বাস নিয়ে বুকে। ভয় পাবেনা সে আর বিশ্বাসহীনতার তীব্র চাবুকের আঘাতকে। এখন তার সর্বাঙ্গে আগের চাইতেও বেশী বিশ্বাসের 'বিশ্বাস'- তার ভেতরবাড়ীর সবটা আরও বেশী মজবুত এবং বিশ্বস্ত্ব আজ। তার সবটাতে আজ আবরো ফিরে এসেছে 'বিশ্বাস'।

১০.০৬.২০০৫

লেখিকা আইভী রহমান একজন আইনজীবি, লিখছেন অষ্ট্রেলিয়ার রাজধানী ক্যানবেরা থেকে।